সমকাল

তারিখ 20 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে দীর্ঘসূত্রতা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের বৈঠক কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে। বৈঠকে ক্যাম্পাস খোলার ব্যাপারে আরও কয়েক দফা সভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে ক্যাম্পাস খোলার বিষয়ে আবারও দীর্ঘসূত্রতা দেখা দিয়েছে।

ক্যাম্পাস খোলার দাবিতে গত বুধবার প্রশাসন ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে কয়েকজন শিক্ষার্থী সিরিঞ্জে নিজেদের শরীরের রক্ত নিয়ে সড়কে ছিটিয়ে দেন। পরে প্রশাসনের বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত হবে বলে আশ্বাস দিলে তাঁরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু রাতের বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ক্যাম্পাস খোলার ব্যাপারে বুধবার রাত আটটা থেকে রাত ১০টার

জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক সিদ্ধান্ত ছাড়াই সমাপ্ত

মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের বাসভবনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবদুল হাকিম সরকার, সহ-উপাচার্য শাহিনুর রহমান, কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক সৈয়দ বেলাল হোসেন, পুলিশ সুপার প্রলয় চিসিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শিক্ষক বলেন, 'ক্যাম্পাস কবে খোলা হবে, সে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ক্যাম্পাস খোলার ব্যাপারে বৈঠকে উপস্থিত সবার মতামত নেওয়া হয়েছে।'

ক্যাম্পাস খোলার দাবির আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত একাধিক শিক্ষার্থী বলেন, 'উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য স্যার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্রুত ক্যাম্পাস খুলে দেওয়া হবে বলে আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু বৈঠকে ক্যাম্পাস কবে খোলা হবে—এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেননি তাঁরা। গত বছরের নভেম্বর থেকে কয়েক দফায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় চার মাস বন্ধ রয়েছে। এ কারণে আমাদের পড়াশোনা যেমন পিছিয়েছে, তেমনি প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষাগুলোর সুযোগও হারাচ্ছি আমরা।' তাঁরা আরও বলেন, আগামী শনিবারের মধ্যে ক্যাম্পাস খোলার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না দেখতে পেলে তাঁরা এবার কঠোর আন্দোলনে নামবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবদুল হাকিম সরকার বলেন, ক্যাম্পাস খোলার ব্যাপারে উভয় জেলার প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের মতামত নেওয়া হয়েছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিসহ শিক্ষকদের সংগঠন, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের সভাপতিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত ক্যাম্পাস খুলে দেওয়া হবে।